প্রথম আলো

তারিখ ..11 OCT 2017..
পৃঃ ..20.. কলাম ..1..

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য নির্বাচনে তিন সদস্যের প্যানেল অবৈধ ঘোষণা করে রায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্ধারণ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচনে তিন সদস্যের প্যানেল মনোনীত করতে সিনেটের বিশেষ সভার জন্য গত ১৬ জুলাই যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তা অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত ওই বিশেষ সভায় তিন সদস্যের যে উপাচার্য প্যানেল মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল, তা-ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বেঞ্চ এক রিট আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে গতকাল মঙ্গলবার এ রায় দেন। রায়ে আগামী ছয় মাসের মধ্যে বিধান অনুসারে পূর্ণাঙ্গভাবে সিনেট গঠন করে উপাচার্য প্যানেল মনোনয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালতে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও মোস্তাফিজুর রহমান খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী কামরুল হক সিদ্দিকী।

উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিন সদস্যের প্যানেল মনোনীত করতে বিশেষ সভা ডেকে ১৬ জুলাই সিনেট সদস্যদের চিঠি পাঠান রেজিস্ট্রার। তবে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন ছাড়াই ওই সভা ডাকা হয়েছে উল্লেখ করে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষকসহ ১৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ২৩ জুলাই রিটটি করেন।

রিট আবেদনকারীদের যুক্তি, এ মুহূর্তে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের কোনো প্রতিনিধি সিনেটে নেই। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিনিধি ছাড়া সিনেট যথাযথভাবে গঠিত হয় না।

রিটের ওপর প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২৪ জুলাই হাইকোর্ট রুলসহ ওই নোটিশের কার্যকারিতা স্থগিত করেন। এ আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদন করে, যার শুনানি নিয়ে ২৬ জুলাই হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে চেম্বার বিচারপতি বিষয়টি ৩০ জুলাই আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠান। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত হওয়ায় সিনেটের বিশেষ সভা অনুষ্ঠানের পথ খোলে ও ২৯ জুলাই বিশেষ সভা হয়। সভায় অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকসহ তিন সদস্যের প্যানেল মনোনয়ন দেওয়া হয়।

গত ৩ আগস্ট আপিল বিভাগ সিনেটের বিশেষ ওই সভায় মনোনীত তিন সদস্যের প্যানেলের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করে রিট আবেদনটি চার সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টে নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেন। রিটের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর দায়িত্ব চালিয়ে যেতে পারবেন বলে বলা হয়।

গত ৪ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামানকে 'সাময়িকভাবে' উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এর আগে সিনেটের ওই বিশেষ সভার বৈধতা প্রশ্নে দেওয়া রুলের ওপর ২১ আগস্ট হাইকোর্টে চূড়ান্ত শুনানি শুরু হয়, ৮ অক্টোবর তা শেষ হয়। গতকাল রায় দেওয়া হয়।